নারী পুরুষের একে অপরের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?

আপনি যেমন ব্যবহার আশা করেন! ঈসা আমাদেরকে একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ম দিয়েছেন: "আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও" (লূক ৬:৩১)। ঈসা সম্পর্কের মধ্যে পারস্পারিক বন্ধনকে মূল্যায়ন করেছেন! কিন্তু আপনি ভাবতে পারেন এই ধারা কি নুতন নিয়মেও একইভাবে বলা হয়েছে? অবশ্যই, বহু সংখ্যকবার বলা হয়েছে। নিচে এর ২৪ টি উদাহরণ দেওয়া হল, তবে এছাড়াও আরও অনেক রয়েছে!

মূল শব্দ

ἀλλήλους

allelois = একে অপরকে

	একে অপরের প্রতি সম্পর্কের ধারণা	রেফারেন্স
১.	একে অপরকে ভালোবাসুন	ইউহোন্না ১৩:৩৪
২.	একে অপরকে ক্ষমা করুন	ইফিষীয় ৪:৩২
৩.	একে অপরকে গ্রহণ করুন	রেমীয় ১৫:৭
৪.	একে অপরকে বহন করুন	ইফিষীয় ৪:২
৫.	একে অপরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হোন এবং শ্রদ্ধা করুন	রোমীয় ১২:১০
৬.	একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান	২ করন্থীয় ১৩:১২
৭	একে অপরকে সেবা করুন	১ পিতর ৪:৯
৮.	একে অপরের প্রতি দয়াশীল হোন	ইফিষীয় ৪:৩২
৯.	একে অপরকে অভিযোগ করবেন না	ইয়াকুব ৫:৯
১০.	একে অপরের নিন্দা করবেন না	ইয়াকুব ৪:১১
১১.	একে অপরকে সাহায্য করুন	গালাতীয় ৫:১৩
১২.	একে অপরের ভার বহন করুন	গালাতীয় ৬:২
১৩.	একে অপরকে গড়ে তুলুন	১ থিষলনীকীয় ৫:১১
১৪.	একে অপরকে প্রতি নিয়ত সাহস যোগান	ইবরানী ৩:১৩
১৫.	একে অপরকে শান্তি দিন	১ থিষলনীকীয় ৪:১৮
১৬.	একে অপরকে দোষারোপ করবেন না।	রোমীয় ১৪:১৩
১৭.	একে অপরকে ভালোবাসতে এবং ভাল কাজ করতে সাহায্য করুন	ইবরানী ১০:২৪
১৯.	একে অপরকে নির্দেশনা দিন	রোমীয় ১৫:১৪
২০.	একে অপরের কাছে মিথ্যা বলবেন না	কলসীয় ৩:৯
২১.	একে অপরকে সতর্ক করুন এবং শিখান	কলসীয় ৩:১৬
২২.	একে অপরের পাপ স্বীকার করুন এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করুন	ইয়াকুব ৫:১৬
২৩.	একে অপরকে একতার সাথে বসবাস করুন	রোমীয় ১২:১৬
২৪.	একে অপরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করুন	ইফিষীয় ৫:২১

গ্রীক এল্যেলোইস, অনুবাদ করা হয় "একে অপরকে" অথবা "পরস্পরকে" যা পারস্পারিক ক্রিয়ার অর্থ বহন করে, সমমূল্যায়ন করা, বা এরকম কিছু।

"একে অপরকে" এই নীতি ত্রিত্ববাদেও সম্পর্কে সবথেকে ভালভাবে দেখা যায়, যেহেতু এই তিন ব্যক্তি পরম, এবং একটি ঐক্যের সাথে কাজ করে। যেখানে নারী পুরুষেরা ত্রিতত্বের সমতুল্য হয়ে কাজ করতে পারেন না, তবু আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। ঈসা বলেন,

"আমি তাহাদের মধ্যে এবং তুমি আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়;যেন দুনিয়া জানিতে পায় যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও মহব্বত করিবে"।(ইউহোন্না ১৭:২৩)

পুরুষ এবং নারী যারা একতায় বাস করে এবং একে অপরের সাথে থাকার নীতিগুলো তুলে ধরে তারা "বিশ্বকে জানাবে!" এই সূক্ষ সম্পর্কের ধারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের এক নম্র হাতিয়ার!

এই নির্দেশনাগুলো শুধুমাত্র পুরুষ কিংবা নারীর জন্য নয়। এগুলো মসীহের সকল শিষ্যকেই দত্ত হয়েছে!

উদাহরণ

"একে অপরকে" এই নীতিগুলো রূহানিক অস্ত্র। বাস্তব জীবনে এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে এই নীতিগুলোও ভিন্নভাবে দেখা হয়ে থাকে। সম্পর্কের পৃথিবীকে আন্দোলিত করা সহজ এই ধরণ পৃথবীর সমস্ত ধর্মের ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। আপনার "একে অপরের" অস্ত্র তুলে নিন এবং এর ব্যবহার শিখুন!

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?